14

ভোরের কাগজ

তারিখ 15 AUG 1998
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

চট্টগ্রাম বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষা

ফলাফল বিপর্যয়ে সর্বমহলে প্র

রফিকুল বাহার : চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের এবারের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল বিপর্যয় নিয়ে সর্বমহলে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। খারাপ ফলাফল স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলেও বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে নিরুদ্বেগ। নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা সম্পন্ন করতে পেরে নিজেদের সাফল্য নিয়ে বোর্ডের কর্মকর্তারা এখন আত্মতৃপ্ত।

এসএসসি পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ নির্ধারণ করার প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনার চিন্তাভাবনা চলছে বলে জানা গেছে। ১০ বিষয়ের পরীক্ষায় কেবল ১ বিষয়ে যারা ফেল করবে তাদের পরবর্তী বছর ঐ বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে পাসের সুযোগ তৈরির ব্যাপারে স্থানীয় পর্যায়ে আলোচনা চলছে এখন।

এ অঞ্চলে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া সত্ত্বেও নকল প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালনের ফলে এবারে ফলাফলের ক্ষেত্রে ভরাডুবির ঘটনা ঘটেছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কারণে এ অঞ্চলের পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্রে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে বলে কোনো কোনো মহল থেকে অভিযোগ উঠেছে। নবপ্রতিষ্ঠিত এই বোর্ডের ফলাফল খারাপ হওয়ায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে কেউ কেউ বলছেন, 'চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে এতো কড়াকড়ি কেন?'

চট্টগ্রাম, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও কক্সবাজারসহ পাঁচটি জেলাকে নিয়ে চট্টগ্রাম বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ৩ বছর আগে। চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বোর্ডের অধীনে তৃতীয়বারের মতো এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলো এবার। '৯৬ সালে

চট্টগ্রাম-ফলাফল বিপর্যয়

● প্রথম পাতার পর

নকল প্রতিরোধ করায় এবারে গ্রামের অধিকাংশ পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র ছিল ফাঁকা। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক একজন প্রধান পরীক্ষক বলেন, 'অন্য বার ভুল হোক শুদ্ধ হোক খাতার পৃষ্ঠা ভরা থাকতো। এবারে তার উল্টো। খাতায় কিছু না থাকলে জোর করে তো আর নম্বর দেওয়া যায় না?' উত্তরপত্র দেখার ব্যাপারে বোর্ড এবারে আলাদা কোনো নির্দেশ দেয়নি বলে তিনি জানান। তবে বোর্ডের টেবুলেশন নীতিমালায় ছাত্রছাত্রীদের জন্য সর্বোচ্চ সুবিধা বিবেচনা করার কথা স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

ইতিপূর্বের বছরগুলোতে যেসব কেন্দ্রে অবাধে নকল চলতো সেসব কেন্দ্রে এবারে ফলাফল খারাপ হয়েছে। বিপরীত চিত্র দেখা যাচ্ছে নগরীর কেন্দ্রগুলোতে। পটিয়া কেন্দ্রের ৪ হাজার ৩৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে কেবল ১৮৮ জন, সেখানে শহরের প্রত্যেক কেন্দ্রে পাসের হার শতকরা ৯০ থেকে ৯৫ ভাগ। শহরের স্কুল থেকে পাস করা বোর্ডের প্রথম স্থান অধিকারিনীর প্রাপ্ত নম্বর ৯৩৫ (১১০০ নম্বরের মধ্যে) এই প্রথমবার চট্টগ্রাম বোর্ডে ২৫টি স্কুলের কোনো ছাত্রছাত্রী পাস করেনি।

ফলাফল বিপর্যয়ের ব্যাপারে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর এ টি এম সালেহ জহুরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা করে এ প্রতিবেদককে বলেন, চট্টগ্রামের মতো যদি সারা দেশে নকলের ব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপ করা হয় তাহলে তাদেরও ভরাডুবি হবে। চলমান পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি অপরিবর্তিত থাকলে পরিস্থিতির ক্রমশ উন্নতি ঘটার কথা উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, নকল বন্ধ হলে ছাত্ররা ক্লাসে যেতে ও পড়াশুনায় মনোযোগী হতে বাধ্য হবে। শিক্ষকরাও উৎসাহিত হবেন। অভিভাবকরা হবেন যত্নবান। সার্বিকভাবে বাড়বে দেশের শিক্ষার মান। পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ নির্ধারণের প্রক্রিয়া পরিবর্তনের ব্যাপারে এখনো চূড়ান্ত কিছু হয়নি বলে তিনি জানান। চট্টগ্রাম ইস্পাহানি স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষা হাসিনা জাকারিয়া (বেলা ইসলাম) চট্টগ্রামে নকল বন্ধের উদ্যোগ প্রসঙ্গে বলেন, একই সিলেবাসে ও আর্থসামাজিক অবস্থায় পরীক্ষার্থীদের জন্য প্রশাসনের দুই ধরনের মনোভাব পোষণের কোনো অর্থ নেই। তিনি সমগ্র দেশে নকল প্রতিরোধের ব্যাপারে চট্টগ্রামের মতো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান।